

ভালোবাসার গল্প শোনাও

-কামরুন নাহার*

ভালোবাসা হারিয়ে
আবেগপ্রবণ সুদর্শন সেই যে যুবক
নিশ্চল দাঁড়ায় চলন্ত ট্রেনের সামনে,
দ্বিখণ্ডিত লাশ হয়েছিল রেললাইনে,
পাথর! স্লিপার! ফিসপ্লেট! তোমরা আমাকে
সেই হৃদয়ের তন্ত্রীছেঁড়া গল্পটা বলো না।

যে কঙ্কালসার ক্ষুধার্ত মা শীর্ণ হাত বাড়িয়ে
রাস্তায় প্রায় নিরাবরণ মরে পড়েছিল,
রাজধানীর পিচঢালা পথ! দোহাই তোমার,
সেই ঐতিহাসিক লজ্জার গল্পটা বলো না।

আমাকে শোনাও তার কাহিনী
যে নিজের প্রিয় প্রাণ রেখে হাতের মুঠোয়
ডুবে যাওয়া লক্ষ্যযাত্রীকে তুলে আনে ডাঙায়,
ধাওয়া-করা ছেলেগুলোর ছোড়া ইট খেয়ে
প্রসারিত হাতের ছায়ায় নিরাপদ করে
মানসিক ভারসাম্যহীন নিরুদ্দেশকে।

তোমরা আমাকে হতাশা, বঞ্চনার গল্প নয়,
আশা, ভালোবাসার গল্প শোনাও।

কবিতার ব্যাখ্যা: প্রেমে ব্যর্থ এক যুবক চলন্ত ট্রেনের সামনে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করে। কবি সেই দুর্ঘটনা স্থলের পাথর, স্লিপার এবং ফিসপ্লেটকে অনুরোধ করছে, তারা যেন রক্তের দাগ বহন না করে। এক মা রাজধানীর রাস্তায় না খেয়ে মরে পড়েছিল। সেই ঐতিহাসিক লজ্জার কাহিনীও কবি মনে করতে চায় না। সে সমাজে পরিবর্তন দেখতে চায়। এই পরিবর্তন ঘটবে মানুষের মানবিক গুণাবলি বিকাশের মধ্যে দিয়ে। একজন বিবেকবান মানুষ ডুবে যাওয়া লঞ্চযাত্রীকে দেখে চুপ করে বসে থাকবে না। নিজের জীবন বাজি রেখে তাকে উদ্ধার করবে। নিরুদ্দিষ্ট পাগলের পিছনে দুষ্ট ছেলেরা ধাওয়া করে আর ইট ছোড়ে। সেই ইট খেয়েও একজন বিবেকবান মানুষ প্রসারিত হাত বাড়িয়ে পাগলকে উন্মত্ত জনতার কবল থেকে নিরাপদ করবে।

*কামরুন নাহার বাংলাদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ‘ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ’ (আইবিএস)- এর একজন পিএইচডি ফেলো। তার গবেষণার বিষয়- ‘বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতা: প্রকৃতি ও কারণ’।